ভোরের কাগজ

২২/৯/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...৪...

বন্ধ বরিশাল মেডিকেলে ছাত্রদল-শিবির ক্যাডারদের হামলা, অধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর

বরিশাল প্রতিনিধি : বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট এবং ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে সংঘাতের ফলে প্রায় মাসাধিককাল ধরে বন্ধ বরিশাল মেডিকেল কলেজ আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গতকাল সোমবার বিএনপি-জামাতের ক্যাডাররা একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এবং পরীক্ষার্থী এক ছাত্রলীগ নেতার ওপর হামলা চালানো ছাড়াও অধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর ও পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি করেছে।

ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও ছাত্রলীগের সঙ্গে তাদের সংঘাতকে কেন্দ্র করে গত ২১ জুলাই মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে ড্যাব ভুক্ত শিক্ষক এবং ছাত্রদল ও শিবির কলেজ খোলার জন্য চাপ দিতে থাকলে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৪ আগস্ট থেকে ছাত্রাবাস খুলে দেয়। কিন্তু ৪ দলীয় জোট নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাসে তাদের বিরোধী সংগঠনের পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা ফিরে আসতে পারেনি। এ অবস্থায় সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে না আসা সত্ত্বেও পরীক্ষা শুরু হলে অনেকেই বাধ্য হয় ক্যাম্পাসে আসতে। গতকাল সোমবার চূড়ান্তবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সার্জারি পরীক্ষা থাকলেও ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত শেবাচিম ছাত্র সংসদের জিএস কুদরত-ই-খুদা প্রতিপক্ষের দাপটে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। তবে শেবাচিম শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি কানন পরীক্ষা দিতে এসে হল থেকে বের হওয়ার পরপরই ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের হাতে আক্রান্ত হন। এ সময়ে পুলিশ কাননকে উদ্ধার করে অধ্যক্ষের কক্ষে পৌঁছে দিলে ছাত্রদল-শিবির ক্যাডাররা পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত ও অধ্যক্ষের কক্ষে হামলা-ভাঙচুর করে কাননকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় সেখানে অনুষ্ঠানরত শেবাচিম একাডেমিক কাউন্সিলের সভা পণ্ড হয়ে যায় এবং শিক্ষকরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। পুলিশ গোটা প্রশাসনিক ভবনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

এদিকে গতকালই একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও ফরিদপুরে বদলি হওয়া জেলা ড্যাব সম্পাদক অধ্যাপক ডা. আমিনুল হক, বরিশাল সদর হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ডা. জাকির হোসেন অবৈধভাবে উপস্থিত থেকে ছাত্রদল শিবিরের দাবির সপক্ষে বক্তব্য দেন। শেবাচিম ফরেনসিক বিভাগের শিক্ষক ডা. হাবিবসহ অন্য ড্যাবভুক্ত শিক্ষকরাও উপস্থিত থেকে অবিলম্বে কলেজ খুলে দেওয়ার সপক্ষে চাপ সৃষ্টি করে বক্তব্য দেন। তারা যুক্তি দেন এর আগেও ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে দখল প্রতিষ্ঠা, অন্য বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা, বিতারণ ও পরীক্ষা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন বন্ধ ঘোষণা বা অন্য কোনো ব্যবস্থা নেননি। তবে গতকাল সোমবারের বৈঠকেও শেবাচিম অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বহাল থাকে।

উল্লেখ্য, গত ৪ সেপ্টেম্বর ১৫৩ পরীক্ষার্থীকে হলে আটকে রেখে জিম্মি করে ছাত্রদল-শিবির তাদের সন্ত্রাসী ক্যাডার রেজাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সমস্ত শেবাচিম ক্যাম্পাস এখন ৪ দলের দখলে।